গাজওয়াতুল হিন্দ :

একটি তাত্ত্বিক ও তথ্যবহুল আলোচনা

بِـــــــــسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْـــــــــمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ، وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَ مَن يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

أَمَّا بَعْدَ

গাজওয়াতুল হিন্দ : একটি তাত্ত্বিক ও তথ্যবহুল আলোচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিশ্রুত গাজওয়াতুল হিন্দ কি অতি সন্নিকটে?

আজ আমরা গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দুস্তানের মহাযুদ্ধ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করবো, ইংশাআল্লাহ। এটা এমনই এক মর্যাদাপূর্ণ জিহাদ, যে ব্যাপারে হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ফজিলত ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

গাজওয়াতুল হিন্দ বলতে ইমাম মাহদি এবং ঈসা আ.-এর আগমনের কিছু আগে অথবা সমসাময়িক সময়ে এই পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার সংগঠিত যুদ্ধকে বুঝায়। ‘গাজওয়া’ শব্দের অর্থ হল যুদ্ধ, আর ‘হিন্দ’ বলতে এই উপমহাদেশ তথা পাক-ভারত-বাংলাদেশসহ শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানকে বুঝায়।

আমরা প্রথমত এসংক্রান্ত কয়েকটি প্রামাণ্য হাদীস উল্লেখ করবো। এরপর এর প্রেক্ষাপট, সময় ও অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো, ইংশাআল্লাহ।

১নং হাদীস :

حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسٰى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْ إِدْرِيسَ، عَنْ صُرَيْمٍ السَّكُوْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى تُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ عَلٰى نَهْرٍ بِالْأُرْدُنِّ، أَنْتُمْ شَرْقِيَّهُ وَ هُمْ غَرْبِيَّهُ، وَ مَا أَدْرِيْ أَيْنَ الْأُرْدُنُّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الأَرْضِ

অর্থ :

সুরাইম রদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; এমনকি এ যুদ্ধে তোমাদের অবশিষ্ট মুজাহিদরা জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, সেদিন জর্ডান কোথায় অবস্থিত হবে?

সূত্র :

১. কাশফুল আসতার আন জাওয়াইদিল বাজ্জার : ৪/১৩৮, হা. নং ৩৩৮৭, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরুত

২. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৩৪৮-৩৪৯, হা. নং ১২৫৪২, প্র. মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো

মান :

এর সনদ বিশুদ্ধ। হাফিজ হাইসামি রহ. হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এটি ইমাম তাবারানি রহ. ও ইমাম বাজ্জার রহ. বর্ণনা করেছেন। আর বাজ্জারে বর্ণিত হাদিসটির বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য। (দেখুন, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৩৪৮-৩৪৯, হা. নং ১২৫৪২, প্র. মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো)

LEBANON
Mediterranean Sea
Lake Tiberias
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IRAQ
Irbid
As Salt
Az Zarqā'
Gaza Strip
West Bank
Amman
Mādabā
ISRAEL
Ak Karak
SAUDI ARABIA
EGYPT
Aqaba

জর্ডান

২ নং হাদিস :

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، قَالَ : أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُوْ الْحَكَمِ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيْدَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِيْ وَ مَالِيْ، وَ إِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ، وَ إِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

অর্থ : আবূ হুরয়রা রদি. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে জিহাদ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় করবো। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর যদি গাজি হয়ে ফিরে আসি, তাহলে আমি হবো (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবূ হুরয়রা।

সূত্র :

১. সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৪, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব
২. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/২৯৭, হা. নং ১৮৫৯৯, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৩. মুসনাদে আহমাদ : ১২/২৮-২৯, হা. নং ৭১২৮, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত
৪. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩/৫৮৮, হা. নং ১৭৭৫/৬১৭৭, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৩১৬, প্র. আস-সাআদা, মিশর
৬. আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৭, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো

মান : এ বর্ণনাটির সনদ হাসান তথা উত্তম। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের সবাই নির্ভরযোগ্য হলেও জাবর বিন আবীদা নামক একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সামান্য একটু বিতর্ক রয়েছে। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফিজ জাহাবি রহ. দুর্বল রাবি বললেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তার বিপরীতে তাকে মাকবূল বা গ্রহণীয় রাবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (দেখুন, তাকরিবুত তাহজিব : ১/৩৩৭, জীবনী নং ৮৯২)

এছাড়াও এর সমর্থনে আরও কিছু হাদীস রয়েছে। যেমন ‘মুসনাদে আহমাদ’-এর ১৪/৪১৯ পৃষ্ঠার ৮৮২৩ নং হাদীস এবং ইমাম ইবনে আবী আসিম রহ. রচিত ‘আল জিহাদ’ গ্রন্থের ২৯১ নং হাদাস।

৩ নং হাদিস :

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوُصَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِيْ أَحْرَزَهُمُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ : عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَ عِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ

অর্থ : সাওবান রদি. সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে দুটি দলকে আল্লাহ তা’আলা জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। একটি দল হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় আরেকটি দল হল তারা, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করবে।

সূত্র :

১. মুসনাদু আহমাদ : ৩৭/৮১, হা. নং ২২৩৯৬, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত
২. সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৫, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব
৩. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/২৯৭, হা. নং ১৮৬০০, প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৪. আল-মুজামুল আওসাত : ৭/২৩, হা. নং ৬৭৪১ প্র. দারুল হারামাইন, কায়রো
৫. আত তারিখুল কাবির : ৬/৭২-৭৩, জীবনী নং ১৭৪৭, প্র. দায়িরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, হায়দারাবাদ
৬. আল কামিল, ইবনে আদি : ২/৪০৮, জীবনী নং ৩৫১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত

মান :

এ হাদিসটি হাসান। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাকিয়্যা বিন অলিদ নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে। তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি (عن) এর পরিবর্তে (حدثنا) ব্যবহার করায় এখানে তাদলিসজনিত কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। আর আবূ বকর বিন অলিদ মাজহুলুল হাল হলেও নির্ভরযোগ্য রাবি আব্দুল্লাহ বিন সালিম আশআরি রহ.-এর মুতাবাআত (অনুরূপ বর্ণনা) থাকায় হাদীসটি হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকল না।

৪ নং হাদীস :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْبَرَاءُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : يَكُوْنُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثٌ إِلَى السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، وَ إِنْ أَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ

অর্থ : আবূ হুরয়রা রদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার সত্যবাদী বন্ধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বর্ণনা করতঃ বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের দিকে একটি যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। (আবূ হুরয়রা রদি. বলেন,) আমি যদি সে যুদ্ধ পেয়ে যাই, অতঃপর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে তো আমি মহাসৌভাগ্যবান। আর যদি আমি গাজি হয়ে ফিরে আসি, তাহলে আমি হবো মুক্তিপ্রাপ্ত আবূ হুরয়রা। আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিদান করেছেন।

সূত্র : মুসনাদে আহমাদ : ১৪/৪১৯, হা. নং ৭১২৮, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত

মান :

এ বর্ণনাটির সনদ জঈফ। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বারা বিন আব্দুল্লাহ গানাবি নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। এছাড়াও এতে হাসান বসরি রহ. এবং আবূ হুরয়রা রা.-এর মাঝে সূত্র বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মতানুসারে হাসান বসরি রহ. আবূ হুরয়রা রদি. থেকে সরাসরি কোনো হাদীস শোনেননি।

৫ নং হাদীস :

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ – وَ كَانَ مِنْ نُسَّاكِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ – قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُبَيْهٍ مَوْلَى صَفِيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أُدْرِكْهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَ مَالِي، فَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ كَأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَ إِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

অর্থ : আবূ হুরয়রা রদি. বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি সে জিহাদ পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জান-মাল সব কিছু ব্যয় করবো। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদের ন্যায়। আর যদি গাজি হয়ে ফিরে আসি, তাহলে আমি হবো (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবূ হুরয়রা।

সূত্র : আল-জিহাদ, ইবনু আবি আসিম : ২/৬৬৮, হা. নং ২৯১, প্র. মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা

মান : এ বর্ণনাটি জঈফ। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাশিম বিন সাঈদ নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। অবশ্য কিনানা বিন নুবাইহকে ইমাম আজদি রহ. জঈফ বললেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে মাকবূল বা গ্রহণীয় রাবি বলে অভিহিত করেছেন।

৬নং হাদীস :

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ بَعْضِ الْمَشْيَخَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ ذَكَرَ الْهِنْدَ، فَقَالَ : لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مُغَلَّلِينَ بِالسَّلَاسِلِ، يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ حِينَ يَنْصَرِفُونَ فَيَجِدُونَ ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الْغَزْوَةَ بِعْتُ كُلَّ طَارِفٍ لِي وَتَالِدٍ وَ غَزَوْتُهَا، فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ انْصَرَفْنَا فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرِّرُ، يَقْدَمُ الشَّامَ فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَأُخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهُ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ

অর্থ : আবূ হুরয়রা রদি. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনার প্রাক্কালে বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্থানের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন এবং তারা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা সেই দলের যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে সিরিয়ায় পেয়ে যাবে। আবূ হুরয়রা রদি. বলেন, আমি যদি গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই, তাহলে আমি আমার নতুন পুরাতন সব সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। এরপর যখন আল্লাহ সুবহানু তা'আলা আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবো, তখন আমি হবো (জাহান্নামের আগুন হতে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবূ হুরয়রা, যে সিরিয়ায় গিয়ে ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর সাথে মিলিত হবে। হে আল্লাহর রসূল, আমার খুব আকাঙ্ক্ষা যে, আমি ঈসা আ.-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে বলবো যে, আমি আপনার সংশ্রবপ্রাপ্ত একজন সাহাবি। তিনি বললেন, এতে রসূলুল্লাহ সা. মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, সে (যুদ্ধ) তো অনেক দেরি! অনেক দেরি!!

সূত্র : আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৬, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো

মান : এ সনদটি জঈফ। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাকিয়্যা বিন অলিদ নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে। এছাড়াও আবূ হুরয়রা রদি. থেকে বর্ণনাকারী এখানে অজ্ঞাত।

৭নং হাদীস :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : يَبْعَثُ مَلِكٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا، فَيَطَئُوا أَرْضَ الْهِنْدِ، وَيَأْخُذُوا كُنُوزَهَا، فَيُصَيِّرُهُ ذَلِكَ الْمَلِكُ حِلْيَةً لَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْشُ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مُغَلَّلِينَ، وَ يُفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ يَكُونُ مَقَامُهُمْ فِي الْهِنْدِ إِلَى خُرُوجِ الدَّجَّالِ

অর্থ : কা'ব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জেরুজালেমের একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠাবেন। সৈন্যদল হিন্দুস্তানের ভূমি জয় করে তা পদানত করবে। এর অর্থ-ভাণ্ডার দখল করবেন। তারপর বাদশাহ এসব ধন-দৌলত বাইতুল মুকাদ্দাসে সাজিয়ে রাখবেন। সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দি করে তাঁর নিকট উপস্থিত করবেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল এলাকায় তাঁর বিজয়ার্জন হবে। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুস্তানেই অবস্থান করবেন।

সূত্র : আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪০৯, হা. নং ১২৩৫, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো

মান : এটার সনদ জঈফ। কেননা, কা'ব রহ. থেকে বর্ণনাকারীর নাম এখানে অস্পষ্ট। আর এটা 'মাকতু' তথা তাবিয়ি বর্ণিত একটি হাদীস।

জেরুজালেম বা জেরুসালেম হলো এশিয়া মহাদেশের মধ্যপ্রাচ্যে ভূমধ্যসাগর ও মৃত সাগরের মধ্যবর্তী যোধাইয়ান পর্বতের নিচু মালভূমিতে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় শহর। এ শহরটি কিছু ধর্মের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে, ইব্রাহিমীয় ধর্মের ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন উভয়ই জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী বলে দাবি করে; এই কারণে শহরটি একটি পবিত্র শহর হিসেবেও বিবেচিত। জেরুজালেমে প্রতিটি ধর্মের পবিত্র কিছু স্থান পাওয়া যায়। এর একটু দক্ষিণে জর্ডান নদীর পশ্চিম প্রান্তেই 'মৃত সাগর' নামক একটি লবণাক্ত হ্রদ রয়েছে। এখানে মুসলিমদের অন্যতম পবিত্র জায়গা বাইতুল মাকদিস অবস্থিত। - উইকিপিডিয়া

৮নং হাদীস :

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: عَلَى يَدَيْ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ الْيَمَانِيِّ الَّذِي تُفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَرُومِيَّةُ عَلَى يَدَيْهِ، يَخْرُجُ الدَّجَّالُ وَفِي زَمَانِهِ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَلَى يَدَيْهِ تكُونُ غَزْوَةُ الْهِنْدِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، غَزْوَةُ الْهِنْدِ الَّتِي قَالَ فِيهَا أَبُو هُرَيْرَةَ.

অর্থ : আরতাত রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ইয়ামানি খলিফার নেতৃত্বে ইস্তামবুল (কুসত্বনত্বীনিয়া) ও রোম (ইউরোপ) বিজয় হবে, তাঁর সময়েই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে, তাঁর যুগেই ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. অবতরণ করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তিনি হবেন হাশিমি বংশের লোক। গাজওয়াতুল হিন্দ বলতে ঐ যুদ্ধ উদ্দেশ্য, যে ব্যাপারে আবূ হুরয়রা রদি. বর্ণনা করেছেন।

সূত্র : আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪১০, হা. নং ১২৩৮, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো

মান : এটার সনদ জঈফ। কেননা, এতে অলিদ বিন মুসলিম নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে, যে হাদিসটি عن দ্বারা বর্ণনা করেছে। আর এটা ‘মাকতু’ তথা তাবিয়ি বর্ণিত একটি হাদিস।

ইস্তাম্বুল পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমভাগে অবস্থিত।

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসগুলোর সম্মিলিত মান :

উপরিউক্ত হাদীসগুলোর কিছু সহীহ, কিছু হাসান এবং কিছু জঈফ। তবে, এ জঈফগুলো একটিও মারাত্মক নয়; বরং সবগুলোই সহনীয় পর্যায়ের। সবগুলো সনদ একসাথে করলে সম্মিলিতভাবে গাজওয়াতুল হিন্দের হাদীস সহীহ (বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত) বা কমপক্ষে হাসান (উত্তম সূত্রে বর্ণিত) পর্যায়ের বলে সাব্যস্ত হয়। এজন্যই শাইখ আলবানি রহ. সুনানে নাসায়িতে বর্ণিত গাজওয়াতুল হিন্দের হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (দেখুন, সুনানুন নাসায়ি : ৬/৪২, হা. নং ৩১৭৫, প্র. মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) আর সিলসিলাতুস সহিহা-তে এর সনদকে জাইয়িদ বা হাসান বলে অভিহিত করেছেন। (দেখুন : সিলসিলাতুল আহাহাদিসিস সহিহা : ৪/৫৭০, হা. নং ১৯৩৪, প্র. মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ) এছাড়াও শাইখ শুআইব আরনাওত রহ. মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত উক্ত হাদিসকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। (দেখুন, মুসনাদু আহমাদ : ৩৭/৮১, হা. নং ২২৩৯৬, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরূত)

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদীসগুলোর সারমর্ম :

এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারি, তা হলো-

১. এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. কর্তৃক প্রতিশ্রুত একটি যুদ্ধের ভবিষৎবাণী, যা শেষ যামানায় ঘটবে।

২. যুদ্ধটি হবে হিন্দুস্তানে, যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ শ্রীলংঙ্কা, নেপাল ও ভুটানকে বুঝায়।

৩. যুদ্ধটি হবে হিন্দুস্তানের মুশরিক তথা মূর্তিপূজারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

৪. এ যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে নিজের জান-মাল সব কিছু ব্যয় করে অংশগ্রহণ করা উচিত; যেমনটি আবূ হুরয়রা রদি. বলেছেন; এমনকি তিনি এ যুদ্ধ শেষ যামানায় হবে জেনেও তাতে শরিক হয়ে ঈসা আ.-এর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন।

৫. এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জন হবে এবং মূর্তিপূজারী রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দি করে নিয়ে আসা হবে।

৬. গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে ঈসা আ.-এর সাথে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং উভয় দলের একই মর্যদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

৮. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা করেছেন।

৯. এ যুদ্ধের শহীদগণ হবেন শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্গত।

১০. এ যুদ্ধ রসূল সা.-এর যুগের অনেক পরে দাজ্জাল আবির্ভাবের পূর্বে শেষ যামানায় সংঘটিত হবে।

১১. এ যুদ্ধ জেরুজালেম থেকে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

১২. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্য হতে যারা গাজি হয়ে ফিরবেন, তারা ঈসা আ.-এর সাথে দাজ্জালের বিরূদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে শরিক হবেন।

এ যুদ্ধ কোথায় এবং কবে হবে?

'আল-হিন্দ' দ্বারা ভৌগলিকভাবে দুটি স্থানকে নির্দেশ করে। এক : ইরাকের বসরা নগরী; যেমন শাইখ মাশহুর হাসান স্বীয় 'আল ইরাক ফি আহাদিসা ওয়া আসারিল ফিতান ওয়াল মালাহিম' গ্রন্থে বলেন, 'হিন্দ' বলে কখনও কখনও ইরাকের বসরা নগরীকেও বুঝানো হয়ে থাকে। দুই : ভারত উপমহাদেশ, যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা নিয়ে গঠিত। হাদীসে বর্ণিত 'আল হিন্দ' বলতে সকল উলামায়ে কেরাম এ দ্বিতীয় অর্থ তথা ভারত উপমহাদেশই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাই 'গাজওয়াতুল হিন্দ' আমাদের এ ভূখণ্ডেই সংঘটিত হবে। আর হাদিসের ভাষ্যানুসারে এর প্রতিপক্ষ দলটি হবে হিন্দুরা।

এ যুদ্ধ পূর্বে হয়ে গেছে নাকি অদূর ভবিষ্যতে হবে এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য পাওয়া যায়। কতিপয় উলামায়ে কিরামের মতে এ যুদ্ধ বনি উমাইয়ার শাসনামালে মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ.-এর ভারত বিজয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে গেছে। কারও মতে সুলতান মাহমুদ গজনবি রহ.-এর ভারত অভিযানের দ্বারাই এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দের সবগুলো হাদীস সামনে রাখলে প্রতিভাত হয় যে, এ যুদ্ধ এখনও হয়নি; বরং ঈসা আ.-এর আগমনের কিছু কাল পূর্বে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে এটা সংঘটিত হবে এবং এ যুদ্ধের গাজিরাই সিরিয়ায় গিয়ে ইসা আ.-এর সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

সিরিয়া

শাইখ হামুদ তুওয়াইজিরি বলেন :

وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه نعيم بن حماد من غزو الهند؛ فهو لم يقع إلى الآن، وسيقع عند نزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام إن صح الحديث بذلك.

অর্থ : নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত আবূ হুরয়রা রদি.-এর হাদীসে যে গাজওয়াতুল হিন্দের কথা এসেছে, তা এখনও সংঘটিত হয়নি। এ হাদীসটি সহীহ হলে সত্বরই তা ঈসা আ.-এর অবতরণের সময়কালে সংঘটিত হবে।

সূত্র : ইতহাফুল জামাআহ : ১/৩৬৬, গাজওয়াতুল হিন্দসংক্রান্ত অধ্যায়, প্র. দারু সামিয়ি, রিয়াদ

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন :

الذي يبدو من ظاهر حديث ثوبان وحديث أبي هريرة ـ إن صح ـ أن غزوة الهند المقصودة ستكون في آخر الزمان ، في زمن قرب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ، وليس في الزمن القريب الذي وقع في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

অর্থ : সাওবান রদি. ও আবূ হুরয়রা রদি.-এর হাদীস সহীহ হয়ে থাকলে, এর স্পষ্ট ভাষ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কাঙ্খিত গাজওয়াতুল হিন্দ শেষ যামানায় ঈসা আ.-এর অবতরণের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। মুআবিয়া রদি.-এর যুগের কাছাকাছি সময়ে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো নয়।

সূত্র : ইসলাম সুওয়াল ও জাওয়াব : প্রশ্নোত্তর নং ১৪৫৬৩৬

বর্তমান পরিস্থিতি :
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্থান) থেকে কালিমাখচিত কালো পতাকাধারীদের উত্থান এবং তাদের কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে সাত লাখ সেনা মোতায়েন, পাক-ভারত-বাংলাদেশের হকপন্থী দলগুলোর সুদৃঢ় অবস্থান, পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং মুসলিমদের নির্যাতন নিয়ে ভারতের ভেতরে মুসলিমদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ, সেভেন সিস্টারস বা ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতার দাবি নিঃসন্দেহে ভারত বিভক্তি এবং আশু সে মহাযুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডের মুসলিমপ্রধান ভূখণ্ডের ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায় যে, এটি খুব সত্বরই চূড়ান্ত সংঘাতময়রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে উম্মতের একটি দলকে এদিকে অগ্রসর হতে হবে। এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে, যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা খিলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলা ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন, যার খিলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ঈসা আ.-এর আগমন ঘটবে। গাজওয়াতুল হিন্দের সময় অবশ্যই পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা আলাদা হয়ে যাবে। তারা হয়তো কাফিরদের পক্ষে যোগ দিবে অথবা পালিয়ে বেড়াবে। এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হবে এবং তারা ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে ঈসা আ.-এর সাথে মিলিত হবে।

- গ্রে - আফগানিস্তান
- গাঢ় সবুজ - পাকিস্তান
- টিয়া - কাশ্মীর
- কমলা - ভারত
- হলুদ - শ্রীলংকা
- সবুজ - বাংলাদেশ
- বেগুনী - ভুটান
- গোলাপী - নেপাল

কমলা - অরুনাচল
সবুজ - আসাম
বেগুনী - মাঘালয়া
নীল - নাগাল্যান্ড
গুলাপী - মনীপুর
গাঢ় নীল - মিজুরাম
আকাশী - ত্রিপুরা
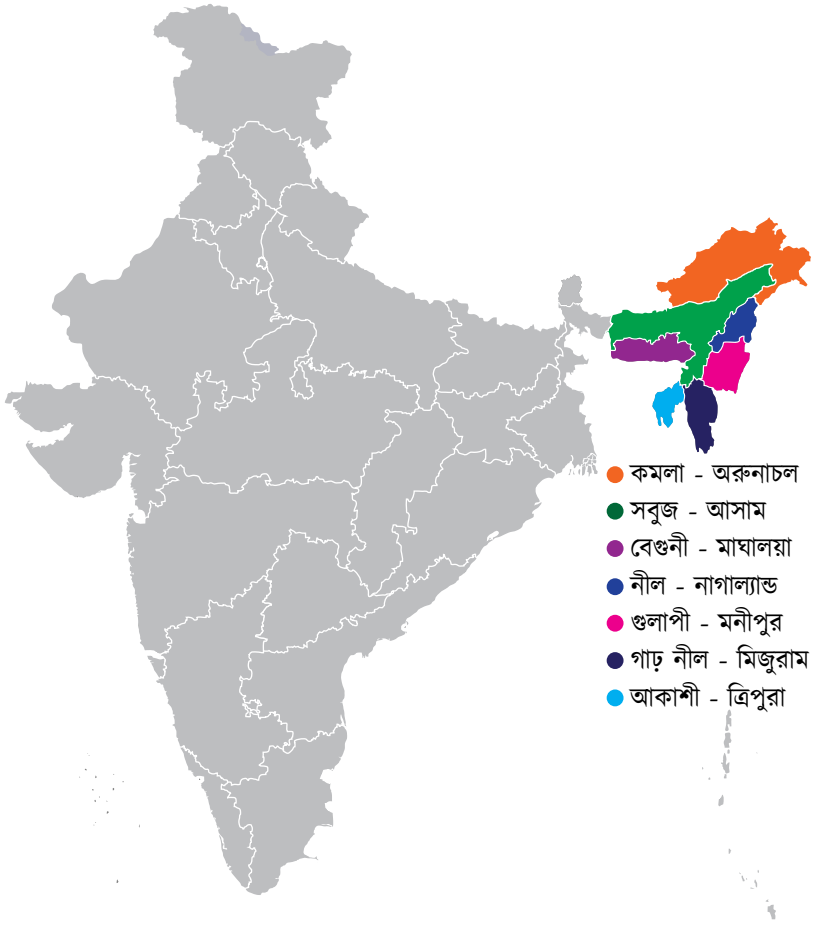
সারকথা :

গাজওয়াতুল হিন্দের প্রকৃত সময় এবং অবস্থা একমাত্র আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলাই ভালো জানেন। আমরা কেবল হাদীসের আলোকে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ঘটনা সম্পর্কে নিজেদেরকে সচেতন এবং প্রস্তুত করতে পারি। সার্বিক বিচারে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধ খুবই সন্নিকটে। কেননা, এ যুদ্ধের সাথে ইমাম মাহদি ও ঈসা আ.-এর সম্পর্ক রয়েছে। আর আমার পূর্বের দুটি পোস্টে এ বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, তাঁদের আগমন খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ঘটতে যাচ্ছে বলে আমাদের ধারণা । বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যারা, তারা ভালো করেই জানেন যে, বর্তমানে ত্বগূতি শক্তিগুলো আসন্ন মহাযুদ্ধের জন্য কী পরিমান প্রস্তুতি গ্রহন করছে! অথচ আমরা মুসলিমরাই একমাত্র জাতি, যারা কিনা আজও এ সম্পর্কে গাফিল ও চরম উদাসীন । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এত করে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, যার কারণে ত্বগূতরা পর্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে, আর আমরা হতভাগার দল আজও আমাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িত।

"CIA terrified of Ghazwa e Hind" (ইংরেজি) শিরোনামে এই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন, তারা কতটা সচেতন আর আমরা কতটা গাফিল হয়ে আছি!
http://www.youtube.com/watch?v=RqNbqfai9aE

হে আমার প্রিয় ভাই, ঘুম থেকে এবার জাগো। একবার চেয়ে দেখো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণী ও বর্তমানের ভয়ংকর পরিস্থিতি। এখনই যদি সতর্ক না হও তাহলে ঘুম থেকে জেগে দেখবে তোমার শিয়রে অস্ত্র হাতে ত্বগূতের বাহিনী দণ্ডায়মান। হে আমার দ্বীনের বন্ধুরা, এখনই সময় সজাগ হওয়ার, প্রস্তুতি নেওয়ার। অসময়ে তোমার দৌঁড়ঝাপ তোমার কোনো কাজে আসবে না। সত্যের বাহিনী তোমার অপেক্ষায় আছে। সাড়া দাও তাদের ডাকে; নইলে আর কোনো সময় পাবে না। হে আল্লাহ, তুমি মুসলিমবিশ্বের এ বিনাশী নিদ্রা ভেঙ্গে দাও। তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে দাও। আসন্ন বিপদ অনুধাবনের শক্তি দাও। আল্লাহ, আমাদের রক্ষা করো, হিম্মত দাও, তাওফিক দাও। (আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন)

Collected